তারিখ 19 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৭৭ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

সার্ক সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতাশ

আইপিএস ঃ দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতির (সার্ক) প্রস্তাবিত শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়ায় চির বৈরী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতার আশা একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। আগামী মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামবাদে এই শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল।

স্বাগতিক দেশ পাকিস্তান এ মাসে টেকনিক্যালি সম্মেলন স্থগিত করার কথা ঘোষণা করে। তবে অনেকেই মনে করছে যে, ভারত ও তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী ভুটানের অনীহার কারণে এই সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ার জন্য ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরকে অভিযুক্ত করছে। প্রস্তাবিত এই শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় একটি অর্থনৈতিক বা বাণিজ্য ব্লক হিসেবে সার্কের আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তবে এটাই চরম বাস্তবতা যে, এই সম্ভাবনা নষ্ট হলে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ভারতকেই এর জন্য অনেক বেশী খেসারত দিতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার ৭ জাতির মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সবচেয়ে বেশী এবং তার লাভ-লোকসানের সম্ভাবনাও বেশী।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খুবই হতাশ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পারমাণবিক প্রতিদ্বন্দ্বী এ দুটো দেশকে নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে আলোচনা শুরু, কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে আসছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল সম্মেলন হলে এবং এ উপলক্ষে দু'দেশের নেতৃবৃন্দ পরস্পরের মুখোমুখি হলে সম্পর্কের জমাট বরফ কিছুটা হলেও গলতে পারে। এই অবস্থায় সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় এ ধরনের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়েছে, এ কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় খুবই হতাশ হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন এবং সীমান্তে মোতায়েন ৭ লাখ সৈন্য সরিয়ে নিতে গত মাসে ভারতের ঘোষণার পর ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লীর মধ্যেকার তিক্ত সম্পর্কে সুবাতাস বইতে পারে বলে কিছুটা আশাবাদ দেখা দিয়েছে। ভারত তার ভাষায় আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস এবং বিশেষ করে গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে হামলার জন্য পাকিস্তানকে শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করে সীমান্তে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে।

উভয় দেশের ১০ লক্ষাধিক সৈন্যের মুখোমুখি অবস্থানে শত শত কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ২শ' কোটি ডলারের বেশী। এই ব্যয় ভারতের গোটা উচ্চ শিক্ষা বাজেটের দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেও ভার ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যে অভিযোগ তা এখনো বহাল রয়েছে অর্থাৎ পাকিস্তানকে কথিত সন্ত্রাসবাদের মদদদান থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের 'সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই'-এ পাকিস্তান সম্মুখ সারির দেশ হওয়ার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রের যে সমর্থন ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তা ভারতের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। ভারত কাশ্মীরী মুজাহিদদের প্রতি সমর্থন বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানকে বাধ্য করতে পশ্চিমা দেশগুলোকে অব্যাহত চাপ দিলেও বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে চাপ দিতে অনাগ্রহী, কারণ বর্তমান সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পাকিস্তানের অবস্থানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের এই সুবিধাজনক অবস্থান ভারতের জন্য খুবই অস্বস্তিকর।

১৯৯৯ সালে ভারতও সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বাতিল করেছিল। কাশ্মীরের কারগিলে পাকিস্তানের সঙ্গে বড় ধরনের সংঘর্ষের পর ভারত সে সময় সম্মেলন বাতিল করেছিল।

সার্ক গঠনের পর থেকেই সংস্থাটি ভারত ও পাকিস্তানের নরম-গরম যুদ্ধে জিম্মি হয়ে রয়েছে।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রশ্নেও ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের বিরোধিতা করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠনে অগ্রগতি না হওয়ার জন্যও পরস্পর পরস্পরকে অভিযুক্ত করছে। বাণিজ্য উদারকরণ সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কেবল পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশও মনে করে যে, ভারত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অধীনে বাণিজ্য উদারকরণের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য চাপ দিচ্ছে। অথচ ডব্লিউটিও'র বিধি অনুযায়ী তারা ভারতকে মোস্ট ফেভারিড নেশন (এমএফএন) মর্যাদা প্রদানে বিশেষ করে বিলম্ব করতে পারে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে এই দাবী করতে পারে। পাকিস্তান বলছে, এমএফএন ইস্যু সার্কের বহির্ভূত।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জন্মের পর থেকেই যে বৈরিতা চলছে তা নিষ্পত্তি হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে দেশ দুটোর মধ্যে যদি কূটনৈতিক যোগাযোগ না থাকে তাহলে উত্তেজনা-সংঘাত আরও বাড়তে পারে। আর দেশ দুটোর মধ্যে সংঘাত বেধে গেলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারেরও আশংকা রয়েছে। এর ফলে গোটা বিশ্বে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে।